জয়হীন দুর্দান্ত সফর

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

জাতীয় ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সফরে যাবার পর সাপ্তাহিক ২০০০-এ একটি প্রতিবেদন লেখা হয়েছিলো। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের শক্তি-দুর্বলতা বিশ্লেষণের পাশাপাশি বাংলাদেশের কাছে প্রত্যাশার কথাটি মাথায় রেখে প্রতিবেদনটির শিরোনাম দেয়া হয়েছিলো, 'একটি জয়ই যথেষ্ট'। অর্থাৎ পুরো ক্যারিবিয়ান সফরে তিনটি ওয়ানডে ও দুটি টেস্টের মধ্যে যেকোনো একটি ম্যাচে জয় পেলেই পূরণ হবে আমাদের, অর্থাৎ ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রত্যাশা।

এক মাসের সফর শেষ করে দেশে ফিরে এসেছে ক্রিকেটাররা। তারা জিততে পারেনি কোনো ম্যাচ। আপাতদৃষ্টিতে আরো একটি ব্যর্থ সিরিজ। কিন্তু এই 'অপাতদৃষ্টি' পাল্টে যাবে যদি আপনি অধিনায়ক হাবিবুল বাশারের কথাটা শোনেন। বিমানবন্দরে নেমেই তিনি বলেছেন, 'টেস্ট স্ট্যাটাস পাবার পর এটিই বাংলাদেশের সেরা সফর।' দীর্ঘ প্রায় ৫ বছর পর জিম্বাবুয়েতে পাওয়া ওয়ানডে জয় কিংবা পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া সফরের অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা হাবিবুল নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। তবুও তিনি এগিয়ে রেখেছেন এবারের সফরকে। এবং তার সঙ্গে দ্বিমত করার মতো খুব বেশি লোক এ দেশে নেই। একটিও জয় না পাওয়া এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পারফরমেন্স শুধু যথেষ্ট নয়, বরং যথেষ্টর চেয়েও বেশি তৃপ্তিদায়ক। অর্থাৎ 'একটি জয়ই যথেষ্ট' হেডলাইনকে এখন বর্ণনা করা যায় 'জয়শূন্য থাকার পরও যথেষ্টর চেয়ে বেশি' হিসেবে।

২০০২-এর বিশ্বকাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রি কিফ থেকে অবিশ্বাস্য এক গোল করেছিলেন ব্রাজিলের রোনালদিনহো। অথচ ঐ একই দূরত্ব থেকে পরবর্তীতে শতবার চেষ্টা করলেও তিনি হয়তো আর গোল দিতে পারবেন না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচে রোনালদিনহোর ব্যক্তিগত স্কিলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো আরো একটি ফ্যাক্টর- 'ভাগ্য'। যেকোনো খেলাধুলার ক্ষেত্রে যেটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিজেদের ইনডিভিজ্যুয়াল স্কিলের চমৎকার প্রদর্শনী করেছেন হাবিবুল বাশার, তাপস বৈশ্য, মোহাম্মদ রফিকরা। কিন্তু ভাগ্য তাদের সঙ্গে ছিলো না। বিশেষ করে ওয়ানডে ম্যাচে। না হলে, তিনটি ম্যাচই কেন হারবে বাংলাদেশ? জেতার মতো পজিশনে থাকার পরও তিনটি ম্যাচেই তাদের পরাজিত হতে হয়। এর মধ্যে প্রথম ওয়ানডের পরাজয় তো মাত্র ১ উইকেটের। এই ম্যাচে ভাগ্য যদি বাংলাদেশকে একটু পক্ষপাত করতো, যদি জিততে পারতো তারা, তাহলে পুরো সিরিজের চিত্রটা পাল্টে যেতে পারতো। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান বাংলাদেশ হয়তো সিরিজে আরো অনেক ভালো পারফরমেন্স দেখাতে পারতো।

দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও জয়ের অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলো বাংলাদেশ। যদিও তৃতীয় ওয়ানডে ছিলো সে তুলনায় অনেকটাই একতরফা। ফলে ৩-০ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ওয়ানডেগুলোতে লারা খেলেননি। কিন্তু টেস্টে খেলেছেন। ধারণা করা হয়েছিলো, লারার ক্ষুরধার উপস্থিতিতে ম্লান হয়ে যাবে বাংলাদেশের `iš পারফরমেন্স। কিন্তু সেটা হয়নি। ধারণা শুধু ধারণাই থেকে যায়। ওয়ানডের অসাধারণ পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ টেনে নিয়ে যায় টেস্টে। যে কারণে প্রথম টেস্ট ড্র হবার পর ব্র্যায়ান লারা ঘোষণা দিতে অনেকটা বাধ্য হন যে, দ্বিতীয় টেস্ট জিততে না পারলে তিনি ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দেবেন। লারার ক্যাপ্টেন্সি ছাড়তে হয়নি। অর্থাৎ টেস্টটি জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু হারেনি বাংলাদেশও। পুরো সফরে দলের পারফরমেন্স তাদের এনে দিয়েছে নৈতিক বিজয়।

টেস্ট সিরিজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ব্যাটসম্যানদের জেগে ওঠা। সিরিজের প্রথম টেস্টে দলের ৩ জন সেঞ্চুরি করেন।

হাবিবুল বাশার, মোহাম্মদ রফিক, খালেদ মাসুদ। হাবিবুল বহু বছর ধরেই বাংলাদেশের সেরা খেলোয়াড়। তার সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। তবুও সেন্ট লুসিয়ার সেঞ্চুরিটি আলাদা। তিনি যে বিশ্বমানের ব্যাটসম্যান, ইনিংসটি সেটি আবারো প্রমাণ করে। কোনো ভুল শট নেই, দুর্দান্ত সব পুল, হুক, অসাধারণ স্কয়ার কাট, কাভার ড্রাইভ- সব মিলিয়ে বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে বড় বেশি উঁচুমাপের ব্যাটস্‌ম্যান তিনি। ৯ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে রফিকের সেঞ্চুরি বাংলাদেশকে ম্যাচ উইনিং পজিশনে নিয়ে গিয়েছিল। আবার দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ নম্বর ব্যাটসম্যান খালেদ মাসুদের সেঞ্চুরি দলের পরাজয় রোধ করেছে। আশরাফুল, জাভেদ ওমররাও সময়োপযোগী সহযোগিতা করেছেন। তাই সব মিলিয়ে দলের ব্যাটিং পারফরমেন্স ছিল বীরত্বপূর্ণ।

বোলিং তো বহুদিন ধরেই বাংলাদেশের সেরা বিভাগ। তাপস বৈশ্য, মোহাম্মদ রফিক, মুশফিকুর রহমান সবাই ভালো বোলিং করেছেন। তবে সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক দিক ছিলো ফিল্ডিং। গ্রাউন্ড ফিল্ডিং ভালোই ছিল। কিন্তু ক্যাচিংয়ের ক্ষেত্রে সবাই দেখিয়েছে সীমাহীন ব্যর্থতা। দু'টেস্ট মিলিয়ে প্রায় ১২টি সহজ ক্যাচ ফেলেছে ফিল্ডাররা। জাভেদ ওমর, হান্নান সরকার, আশরাফুল, রাজিন সালেহ- দলের সেরা এসব ফিল্ডার ক্যাচ ফেলেছেন। খেলার ধারাভাষ্যে থাকা সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার সঞ্জয় মাঞ্জেরেকার সে কারণেই বলেছেন, 'দেশে ফিরে এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি বাংলাদেশের একটি ক্যাচিং প্র্যাকটিস ক্যাম্পে চলে যাওয়া উচিত।'

ক্যাচ মিসের সবচেয়ে বড় মাশুল বাংলাদেশকে দিতে হয়েছে দ্বিতীয় টেস্টে। রামনরেশ সারওয়ানের ক্যাচ যখন হান্নান সরকার ফেলেন, তখন তার রান ২১। দলের ইনিংস ডিক্লেয়ারের সময় সারওয়ান অপরাজিত ছিলেন ২৬১ রানে। এর সঙ্গে ব্রায়ান লারা ও শিবনারায়ণ চন্দরপলের সেঞ্চুরি যুক্ত হলে রানের পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে বাংলাদেশ। যে চাপ তারা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় ইনিংসে বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের প্রতিরোধ। ফলে ইনিংস পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয় তারা।

পুরো সফরে শুধু দ্বিতীয় টেস্টেই বাংলাদেশ প্রত্যাশানুযায়ী খেলতে পারেনি। বাকি ম্যাচগুলোতে খেলেছে প্রত্যাশা অতিক্রম করে। এই খেলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে প্রথম টেস্ট ম্যাচ জয় কিংবা নিয়মিত ওয়ানডে জয় পেতে বাংলাদেশের খুব দেরি হবার কথা নয়। কোচ ডেভ হোয়াটমোরের তত্ত্বাবধানে সোনার ছেলেরা সেই রকম খেলবে- এমন প্রত্যাশা দেশে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

এ সপ্তাহের খেলাধুলা

হিরো বেকহাম এখন জাতীয় ভিলেন

বেকহামকে পূজা করার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিলো ইংলিশ প্রেস। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষে বেকহামের ফ্রি কিক থেকে ল্যাম্পার্ডের করা একমাত্র গোলে এগিয়ে ছিলো ইংল্যান্ড। আদিখ্যেতায় বিশ্বাসী 'দ্য ডেইলি মিরর', 'সান' জাতীয় ইংলিশ ট্যাবলয়েডগুলো হয়তো 'ইংল্যান্ডের ইউরো জয়'-এর মতো হেডলাইনও তৈরি করে ফেলেছিলো। কিন্তু ইনজুরি টাইমে মাত্র ৩ মিনিটের ঝড়ে জিদানের দু'গোলে অবিশ্বাস্য এক জয় পায় ফ্রান্স। পেনাল্টি মিস্ করা বেকহাম মুহূর্তের মধ্যে পরিণত হয় ভিলেনে। আগামী কিছুদিন ইংলিশ প্রেস যে বেকহামকে কচুকাটা করবে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে ম্যাচটি। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলেছে দু'দল। প্রথমার্ধের ৩৮ মিনিটের সময় বেকহামের ক্রসে ল্যাম্পার্ডের জোরালো হেড আশ্রয় নেয় ফ্রান্সের জালে। দ্বিতীয়ার্ধে ওয়েন রুনিকে ডি-বক্সে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় ইংল্যান্ড। গোল করতে পারলেই ইংল্যান্ডের জয় ছিলো প্রায় সুনিশ্চিত। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পেনাল্টি মিসের জন্য কুখ্যাত বেকহাম (ইউরোর বাছাইপর্বে তুরস্কের বিপক্ষেও পেনাল্টি মিস্ করেছিলো) এগিয়ে আসেন স্পট কিক নেয়ার জন্য। এবং আবারও মিস্ করেন। তবুও জয়টা ইংল্যান্ড পাবে বলেই মনে হচ্ছিল। রেফারির ঘড়িও অতিক্রম করে ৯০ মিনিট। এরপরই পুরো খেলায় নিষ্প্রভ থাকা জিদান-অঁরি জ্বলে ওঠেন। ইনজুরি সময়ের প্রথম মিনিটে জিদান ফ্রি কিক থেকে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান। এর দু'মিনিট পরই জেরার্ডের ভুল পাস থেকে বল পেয়ে বিপজ্জনকভাবে ইংল্যান্ডের ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন অঁরি। তাকে ফাউল করতে বাধ্য হয় ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জেমস্। বেকহাম মিস্ করলেও সে ভুল করেননি জিদান। অবিশ্বাস্য, অসম্ভব এবং প্রায় অবাস্তব এক জয় পায় ফ্রান্স। আর বিধ্বস্ত ইংল্যান্ডের সব আফসোসের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে সেই পেনাল্টি মিস্। ফলাফল, হিরো বেকহাম এখন জাতীয় ভিলেন।

ফ্রান্স-ইংল্যান্ড ম্যাচের ডামাডোলে চাপা পড়ে গেছে উদ্বোধনী ম্যাচে পর্তুগালের পরাজয়। না হলে, গ্রিসের কাছে পর্তুগালের পরাজয় বড় আপসেট। এখান থেকে বেরিয়ে পরবর্তী দু'টি ম্যাচ জিততে না পারলে হয়তো বিশ্বকাপের মতোই প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হতে পারে পর্তুগালকে।

শীর্ষে ব্রাজিল

ফুটবলপ্রেমীরা এখন ব্যস্ত ফ্রান্স-নেদারল্যান্ডস্-পর্তুগাল-ইংল্যান্ডকে নিয়ে। ইউরো শুরুর আগে তাদের ব্যস্ততা ছিলো ব্রাজিল-আর্জেন্টিনাকে ঘিরে। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের খেলা যে তখন চলছিলো। আগের রাউন্ডে আর্জেন্টিনাকে হারানোর পর এ রাউন্ডে হোঁচট খেয়েছে ব্রাজিল। ১-১ গোলে ড্র করে চিলির সঙ্গে। অবশ্য পয়েন্ট টেবিলে কোনো পরিবর্তন তাতে আসেনি। কেননা আর্জেন্টিনাও প্যারাগুয়ের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে নষ্ট করেছে দু'পয়েন্ট। ব্রাজিল চিলির বিপক্ষে দুর্ভাগ্যবশত জেতেনি- ব্রাজিলের সমর্থকদের মতামত এ রকম। কেননা খেলার শেষ মুহূর্তে যে পেনাল্টি গোলে চিলি খেলায় সমতা ফিরিয়েছে, সেটি ছিলো রেফারির কল্যাণে প্রাপ্ত। তার ভুল বাঁশি ব্রাজিলকে নিশ্চিত জয় থেকে বঞ্চিত করেছে। আবার বিরুদ্ধবাদীদের মত- সৌভাগ্যের কারণে ১ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছে ব্রাজিল। কেননা তাদের স্ট্রাইকার লুই ফাবিয়ানোর করা গোলটি তো লাইন্সম্যানের বদান্যতা। পরিষ্কার অফসাইড ধরতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তবে দু'দলের মধ্যকার ম্যাচটি খুব গোছানো হয়নি। সৃষ্টিশীল ফুটবলের ছোঁয়া সেখানে খুব কমই ছিলো। আর্জেন্টিনা-প্যারাগুয়ের খেলার ডেডলকও কেউ ভাঙতে পারেনি। আক্রমণ বেশি করলেও স্বদেশের মাটিতে গোল করতে পারেনি আর্জেন্টিনা। ফলে বন্ধ্যাত্ব ঘোচেনি ম্যাচের। ১৮ রাউন্ডের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ৭ম রাউন্ড শেষে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ব্রাজিলের অবস্থান। ১ পয়েন্টের ব্যবধানে আর্জেন্টিনার অবস্থান। ১১ পয়েন্ট নিয়ে চিলি ও প্যারাগুয়ে, ১০ পয়েন্ট নিয়ে ইকুয়েডর ও ভেনিজুয়েলা রয়েছে পরবর্তী অবস্থানগুলোতে।

হুমকির মুখে জিম্বাবুয়ের টেস্ট স্ট্যাটাস

'ইস্, যদি জিম্বাবুয়ের এই দলটির সঙ্গে টেস্ট খেলতে পারতাম'- বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটার এমন আফসোস করতেই পারেন। তাহলেই হয়তো অধরা টেস্ট জয় ধরা দিতে পারে। কিন্তু সহসাই এমনটা হবার নয়। আইসিসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বছর আর কোনো টেস্ট খেলতে পারবে না জিম্বাবুয়ে। জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটের যে দুরবস্থা চলছে, তাতে এই স্থগিতাদেশের মেয়াদকাল বাড়তে পারে। হিথ স্ট্রিকের নেতৃত্বে শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের বিদ্রোহে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট এখন মেরুদন্ডহীন। টাটেন্ডা টাইবুর নেতৃত্বাধীন যে দলটি শ্রীলঙ্কা ও অসিদের বিরুদ্ধে খেলেছে, আর যাই হোক, তারা টেস্ট খেলার যোগ্য নয়। আইসিসি'র সিদ্ধান্তকে তাই অযৌক্তিক বলার কোনো উপায় নেই। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার বোর্ড প্রধান ও আইসিসি'র সঙ্গে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট ইউনিয়নের মধ্যকার সভায় এই স্থগিতাদেশ জারি করা হয়। এ ধাক্কা সামলে আবার কখনো টেস্ট স্ট্যাটাস পাবার যোগ্য অবস্থায় জিম্বাবুয়ে আসতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ সংশয়ের অবকাশ রয়েছে।

শাহেদ কামাল